

AMFI-WB WE-LEAD Project

Individual Case Study:

Overcoming Adversity through the WE-LEAD Project - The Story of Mrs. Dalia Bibi:

Background:

Labpur Block, Birbhum District:

Dalia Bibi lived peacefully with her three daughters and husband in Labpur. Their financial situation was relatively stable. As her daughters grew up, she arranged the marriages of her eldest and youngest daughters elsewhere. Her middle daughter also got married within the same village.



Family Tragedy

After these marriages, familial discord began. Dalia's husband became involved in an extramarital affair. Despite attempts by the villagers to mediate, the conflicts persisted. Eventually, her husband married another woman and began to abuse Dalia. Her middle daughter, living in the same village, came to her aid. The villagers organized a legal settlement, resulting in a divorce. Dalia received a small amount of money and a room from her husband as part of the settlement, but no further support. She found herself alone and without family support.

Intervention Support

During a Baseline Survey conducted by Labpur field staff Mirajul Haque in collaboration with Bandhan Bank's field staff under the SIDBI-supported, AMFI-WB WE-LEAD Project, Dalia's situation came to light. The project, which aims to improve the economic and social status of women through various trainings, was introduced to her. Upon learning about her circumstances, the team conducted her Baseline Survey and included her in an Entrepreneurship Development Programme (EDP) along with 32 other women from her village.

Training and Resilience:

The EDP training, conducted on January 29th, February 4th, and February 7th, covered financial, digital, and business literacy, developing business plans, enterprise process management, and market linkage. Gradually, Dalia gained knowledge about running a business. On February 17th,

2024, she started training in incense stick (dhoopkathi) production through the WE-LEAD Project, which concluded on February 21st, 2024.

Challenges

Despite her determination to start a business, Dalia faced obstacles in obtaining a loan due to her age and the strained relationship with her husband. Feeling disheartened, she found support from her middle daughter and the WE-LEAD Project field staff. Her daughter took out a loan from Bandhan Bank and handed the money to Dalia, enabling her to pursue her entrepreneurial dream. Throughout this process, WE-LEAD Project staff, including district and senior headquarters staff, provided continuous support.

Current Situation and Future Aspirations

With an investment of ₹15,000, Dalia purchased a machine for incense stick production. The WE-LEAD Project staff helped her establish a market for her products. She now earns approximately ₹3,500 per month, from which she regularly repays the loan taken by her daughter, ensuring no financial burden on her.

Despite overcoming significant adversity and familial discord, Dalia is now financially independent. She manages her expenses and those of her household without relying on others.

When asked about her success, Dalia expressed, "At one point, I felt there was no purpose in continuing with life. Losing my family and having nothing left, I wondered what the point of living was. But the WE-LEAD Project has given me a new life. My identity has grown, and I am earning money on my own. I hope WE-LEAD continues to support all women so that they too can secure their incomes."

AMFI-WB WE-LEAD Project

স্বতন্ত্র কেস স্টাডি:

WE-LEAD প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিকূলতা অতিক্রম - মিসেস ডালিয়া বিবির গল্প:

পটভূমি:

লাভপুর ব্লক, বীরভূম জেলা: ডালিয়া বিবি তার তিন মেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে



লাভপুরে শান্তিতে বসবাস করতেন। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। তার মেয়েরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার বড় এবং ছোট মেয়ের বিয়ে অন্যত্র দেন। তার মেজ মেয়েও একই গ্রামের মধ্যে বিয়ে করে।

পারিবারিক ট্রাজেডি: এই বিয়ের পরে, পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। ডালিয়ার স্বামী পরকীয় জড়িয়ে পড়েন। গ্রামের মানুষের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তাদের বিরোধ মেটেনি। শেষ পর্যন্ত, তার স্বামী আরেকটি মহিলাকে বিয়ে

করেন এবং ডালিয়াকে নির্যাতন করতে শুরু করেন। তার মেজ মেয়ে, যিনি একই গ্রামে বাস করতেন, তার মাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। গ্রামের লোকেরা একটি আইনগত বন্দোবস্তের আয়োজন করে, যার ফলে একটি বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ডালিয়া তার স্বামীর কাছ থেকে কিছু টাকা এবং থাকার জন্য একটি ঘর পান, কিন্তু আর কোনও সহায়তা পাননি। তিনি নিজেকে একা এবং পরিবারের সাহায্য ছাড়াই পেয়েছিলেন।

হস্তক্ষেপ সমর্থন:

লাভপুরের ফিল্ড স্টাফ মিরাজুল হক দ্বারা পরিচালিত একটি বেসলাইন সার্ভের সময়, ব্যান্ডান ব্যাংকের ফিল্ড স্টাফের সাথে SIDBI-সমর্থিত, AMFI-WB WE-LEAD প্রকল্পের অধীনে ডালিয়ার পরিস্থিতি প্রকাশ পায়। প্রকল্পটি, যা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে চায়, তার কাছে পরিচিত করা হয়। তার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার পর, দলটি তার বেসলাইন সার্ভে পরিচালনা করে এবং তার গ্রাম থেকে আরও ৩২ জন মহিলার সাথে তাকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচিতে (EDP) অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশিক্ষণ এবং সহনশীলতা:

EDP প্রশিক্ষণ, যা জানুয়ারি ২৯, ফেব্রুয়ারি ৪, এবং ফেব্রুয়ারি ৭ তারিখে পরিচালিত হয়, তাতে আর্থিক, ডিজিটাল এবং ব্যবসায়িক সাক্ষরতা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি, এন্টারপ্রাইজ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা এবং বাজার সংযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধীরে ধীরে, ডালিয়া ব্যবসা চালানোর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে, তিনি WE-LEAD প্রকল্পের মাধ্যমে ধূপকাঠি (ধূপকাঠি) উৎপাদনে প্রশিক্ষণ শুরু করেন, যা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে শেষ হয়।

চ্যালেঞ্জ:

ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, ডালিয়া তার বয়স এবং তার স্বামীর সাথে খারাপ সম্পর্কের কারণে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন। মন ভেঙে পড়ার সময়, তিনি তার মেজ মেয়ে এবং WE-LEAD প্রকল্পের ফিল্ড স্টাফের কাছ থেকে সমর্থন পান। তার মেয়ে ব্যান্ডান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে টাকা ডালিয়ার হাতে তুলে দেন, যা তাকে তার উদ্যোক্তা স্বপ্ন তাড়া করতে সক্ষম করে। এই প্রক্রিয়া জুড়ে, WE-LEAD প্রকল্পের স্টাফ, জেলা এবং সিনিয়র সদর দফতরের স্টাফ সহ, ক্রমাগত সমর্থন প্রদান করেন।

বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষা:

₹১৫,০০০ বিনিয়োগের মাধ্যমে, ডালিয়া ধূপকাঠি উৎপাদনের জন্য একটি মেশিন কিনেছিলেন। WE-LEAD প্রকল্পের স্টাফ তাকে তার পণ্যগুলির জন্য একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেন। তিনি এখন প্রতি মাসে প্রায় ₹৩,৫০০ আয় করেন, যার থেকে তিনি নিয়মিত তার মেয়ের দ্বারা নেওয়া ঋণ পরিশোধ করেন, যাতে তার মেয়ের উপর কোনও আর্থিক বোঝা না পড়ে।

পরিবারের অশান্তি ও উল্লেখযোগ্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করার পরেও, ডালিয়া এখন আর্থিকভাবে স্বাধীন। তিনি তার খরচ এবং তার পরিবারের খরচ পরিচালনা করেন কারো উপর নির্ভর না করেই।

তার সাফল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, ডালিয়া বলেন, "এক সময় মনে হয়েছিল এই জীবন রেখে কোনও লাভ নেই। পরিবার হারিয়ে কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন মনে হত বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই। কিন্তু WE-LEAD প্রকল্প আমাকে একটি নতুন জীবন উপহার দিয়েছে। আমার পরিচয় বেড়েছে, এবং আমি নিজে অর্থ উপার্জন করছি। আমি আশা করি WE-LEAD সমস্ত মহিলাদের সমর্থন করতে থাকবে যাতে তারাও তাদের আয় নিশ্চিত করতে পারে।"